

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ওয়ার্কশপ  
৭ই ডিসেম্বর, ২০০৮

## রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে. টমাসের বক্তব্য

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আজ এখানে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারাই এখানে  
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে মহামারী আকারে যে অপরাধ বিরাজ করছে আজকের এই অনুষ্ঠানে  
যোগ দিয়ে তা বন্ধ করতে আপনারা আজ প্রথম পদক্ষেপটি নিলেন।

কোন সন্দেহ নেই, আপনারা আজকে অনেক পরিসংখ্যান জানতে পারবেন যেগুলো সুখকর  
নয়। যেগুলোর মধ্যে আছে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার, বিশ্বব্যাপী  
হাজার হাজার নারী ও শিশু তাদের স্বামী, বাবা অথবা ভাইদের দ্বারা নিগৃহীত ও নিহত হচ্ছে। এই  
সংখ্যাগুলো এতোই বেশি যে মনে হয় ভুলে থাকাই ভালো। কিন্তু আপনারা তা হতে দেবেন না।  
আপনাদের যদি মনে হয় যে, “এটা অনেক বড় সমস্যা, আর আমি তো মাত্র একজন মানুষ,” তাহলে  
আমি বলবো: এই মুখ্যটির কথা চিন্তা করুন এবং বুনার কথা স্মরণ করুন। এই তরুণীটির সামনে সারা  
জীবন পড়ে ছিল। কিন্তু তবুও যে মানুষটিকে সে সবচাইতে বিশ্বাস করতো -- তার স্বামী -- সে-ই  
তার জীবন নিয়ে নিলো।

পারিবারিক সহিংসতা অনেকভাবেই হতে পারে। এটা একদম প্রহার করার মতো সরাসরি  
হতে পারে অথবা নারীর মূল্য পুরুষের চেয়ে কম এমন কোন দৃঢ়মূল ধারণার মতো সুস্থ কোন ব্যাপার  
হতে পারে। এই সহিংসতা পরিষ্কৃত হতে পারে শরীরের একটি ক্ষত বা ভাঙ্গা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে  
অথবা হতে পারে কোন গভীর মানসিক আঘাতের মধ্যে যা নারীদের ও তাদের শিশুদের পক্ষে করে  
দিতে পারে। আমি সবচেয়ে কঠিন ভাষায় এর নিন্দা করছি।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি কেন এভাবে এমন ব্যক্তিগত সুরে কথা বলছি।  
পারিবারিক সহিংসতা অথবা “স্ত্রী-প্রহার যা সাধারণত যা বলা হয়ে থাকে একটি অনুচ্ছার্য বা নিষিদ্ধ  
বিষয়। এধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই একটি সনাতনী সমাজে ব্যবস্থায় বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ হতে  
পারে। এই দক্ষিণ এশিয়ায় পারিবারিক কঠামো অত্যন্ত দৃঢ়। বহু লোকই মনে করে থাকে যে

পারিবারিক সহিংসতা একটি ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় এবং জনসমক্ষে তা আলোচনা করা উচিত নয়। কিন্তু এই নীরবতা হচ্ছে পৌড়নকারীর সবচাইতে বড় বন্ধু।

নীরবতা পারিবারিক সহিংসতাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম অব্যাহত থাকতে সাহায্য করে। নীরবতার কারণে নারীরা কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকে; নারীদের উপর যে সহিংসতা ঘটে এই নীরবতার কারণেই তারা লঙ্ঘিত বোধ করে এবং মনে করে যে এটা তাদেরই দোষ। নীরবতাই নারীদেরকে অসহায় করে রাখে। বহু সমাজে নারীরা তাদের স্বামীর পরিবারের সাথে বাস করে এবং দেখা যায় তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন নয়। মানসিক সমর্থনের জন্য একজন নিপীড়িত নারী কার কাছে যাবে? আর দরিদ্রতর সমাজে একজন নারী তার নিজের ও তার সন্তানদেরকে কিভাবে অনু যোগাবে? যে অপরাধ দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে, তার বিরুদ্ধে মানুষই বা কিভাবে মুখ খুলবে? এই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা আমাদেরকে অবশ্যই ভাঙ্গতে হবে; এই নীরবতার অবসান ঘটাতে হবে। এখন এটা বলার সময় এসেছে যে পারিবারিক সহিংসতা একটি সামাজিক অভিশাপ। এটি এমন ধরনের কাজ যা কোন সমাজের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়; এটি একটি অপরাধ।

আমি একজন স্বামী হিসেবে এবং একটি কন্যা সন্তানের বাবা হিসেবে এখানে কথা বলছি। আমি এখানে কথা বলছি ঢাকার সমাজের একজন সদস্য হিসেবে, একজন কুটনীতিক হিসেবে, এবং সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে। আমরা সকলে আমাদের সবার যার যার ভূমিকায় থেকে অবশ্যই এটি নিশ্চিত করতে হবে যে মুনার জীবনে যা ঘটেছে তা যেন আর কারো জীবনে না ঘটে। আমাদের প্রত্যেকেরই এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে।

পারিবারিক সহিংসতা রোধে পুরুষরা অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিভাবে? এটা কি নারীর একটি সমস্যা নয় যা নারীকেই সমাধান করতে হবে? না। এই পৃথিবী নারী ও পুরুষ দ্বারা গঠিত, এবং সর্বদাই আমাদের এক অপরকে সাহায্য করা উচিত। নারীরা পরিবারে ও সমাজে যে সহিংসতা ও অসহায়তার চক্রে আটক আজকে এখানে উপস্থিত হয়ে পুরুষরা প্রমাণ করেছেন তারা তা ভাঙ্গতে সাহায্য করতে চান। আপনাদের কোন ধারণা নেই যে আপনারা কতোটা প্রভাবশালী হতে পারেন। আপনাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছে, আপনাদের সহকর্মীদের কাছে এবং আপনাদের সমাজে আপনারা অনেক চমৎকার উদাহরণ হয়ে উঠতে পারেন। নারীর প্রতি কোন প্রকার সহিংসতা আপনারা সহ্য করবেন না তা দেখিয়ে আপনারা একটি

অত্যন্ত সাহসী অবস্থান নিচ্ছেন । আপনারা প্রমাণ করবেন যে আপনাদের সম্মিলিত শক্তির সামনে সহিংসতা দাঁড়াতে পারবে না ।

নারী বা শিশুকে আঘাত বা নির্যাতন করা কঠিন কোন কাজ নয়, কিন্তু তা কোন পৌরুষেচিত কাজও নয় । পারিবারিক সহিংসতাকে “পরিবারের ভেতরের ব্যাপার” অথবা “বরাবরই চলে আসছে” বলে হেসে উড়িয়ে দেয়াও পৌরুষেচিত নয় । বরং আমি মনে করি সেটাই পৌরুষেচিত যদি কেউ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা সহ্য না করে । পুরুষ হিসেবে, বাবা, স্বামী ও ভাই হিসেবে আপনাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।

আপনার সন্তানদের সাথে কথা বলুন, বিশেষ করে আপনার ছেলে সন্তানদের সাথে । ওরা যদি জানে যে বাড়িতে সহিংসতার কোন স্থান নেই তাহলে তারাও তাদের বাড়িতে সহিংসতাকে ঠাঁই দেবে না । আপনার জীবনের নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান । নারী ও মেয়ে শিশুদের প্রতি এমনভাবে আচরণ করুন যা দেখে আপনার শিশুরা প্রশংসা ও অনুকরণ করতে পারে । যিনি সহিংসতার শিকার তাকে দারী না করে অথবা তার পরিস্থিতিকে হালকাভাবে না দেখে সহিংসতার চক্রকে জিইয়ে রাখবেন না ।

নারীদেরকে অবশ্যই তাদের নিজেদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । পারিবারিক সহিংসতা কোন সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত হতে পারে, কিন্তু এটি একটি অপরাধ । কোন পরিস্থিতিতেই এটা গ্রহণযোগ্য নয় । আপনাদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে জানুন এবং যখন আপনাদের বোন, সহকর্মী এবং বন্ধুরা প্রয়োজনে আপনাদের কাছে আসবে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হোন ।

পারিবারিক সহিংসতা কোনগুলো তা আমাদের জানা প্রয়োজন এবং আমাদের অবশ্যই আমাদের আশেপাশের নারী ও শিশুদের কথা শুনতে হবে । একজন সহকর্মী, বন্ধু বা পরিবারের কোন সদস্যের শরীরে যদি আপনি এমন কোন আঘাত বা ক্ষতিচিহ্ন, চোখের পাশে আঘাতের কালো দাগ, মচকানো, শরীরে কোন হাড় ভাঙ্গা বা কোন দাঁত নেই হয়ে যাওয়া -- দেখতে পান যার কোন ব্যাখ্যা নেই; সে যদি চিন্তিত, বিষণ্ণ বা দ্বিধাবিত থাকে, সে যদি তার বন্ধবান্ধব ও পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছন্ন থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সে নির্যাতিত হচ্ছে । সাধারণত যে নারীর উপর অত্যাচার-নির্যাতন চলে প্রায়শঃই দেখা যায় সে লজ্জিত, বিব্রত এবং একাকী থাকে এবং নিপীড়নকারী তাকে হয়তো এই

ধারণা দিয়েছে যে এধরনের আচরণই তার প্রাপ্য। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এ ধরনের কারোরই আচরণ প্রাপ্য নয়। কেউই তা চায় না। যে তার মুষ্টি ব্যবহার করার পথ বেছে নেয় শতকরা ১০০ ভাগ সময়ে সে নিজেই এর জন্য দায়ী।

সাহায্য করার প্রথম ধাপ: শোনা। এতে কোন প্রকার বাধা দেবেন না, বিচার করতে যাবেন না, এবং কখনোই কোন পরামর্শ দিতে যাবেন না। যথাসম্ভব তথ্যাদি ও সমর্থন যোগাবেন। আমাদের পরবর্তী বক্তৃরা অত্যন্ত বাণিজিক কিছু তথ্য তুলে ধরবেন; আর আমি এখানে আপনাদেরকে বলতে এসেছি, সবচেয়ে কঠিন করে যদি বলা যায়, আমি আমার কর্মীদের সব সময়ই পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখতে চাই। আমি চাই আপনারা সেই সব নারীকে সাহায্য করবেন যারা এই দুঃসহ অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং যারা এধরনের ঘটনার কথা জানতে পারছে তারা তাদের সুপারভাইজারদেরকে যেন এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়।

ভালো দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরে আপনারা আপনাদের সমাজকে সাহায্য করবেন। আপনারা যদি সবার মাঝে খোলাখুলিভাবে পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে কথা বলেন, কেউ এভাবে নির্যাতিত হচ্ছে জানলে আপনারা যদি ব্যক্তিগতভাবে তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেন, কেউ এধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে মনে করলে আপনারা যদি তার সমর্থনে এগিয়ে যান অথবা একজন নির্যাতনকারীর সাথে কথা বলেন, তাহলে আপনারা এই প্রথিবীটাকে আরো সুন্দর করে তুলবেন। আপনারা যদি আপনাদের সহকর্মী এবং আপনাদের পরিবারের সদস্যদের আজকের এই সেমিনারের কথা বলেন, আপনি যদি নিরাপদ গৃহকে সমর্থন করেন, তাহলে কঠহীনকে আপনারা কঠ দান করবেন।

যুনা একজন চমৎকার তরুণী ছিলেন এবং তাকে হারিয়ে আমরা সবাই শোকাহত। আসুন তার মৃত্যুকে আমরা সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রতি আহ্বান হিসেবে গড়ে তুলি।

যুনা আপনার কন্যা, আপনার বোন, আপনার বন্ধু, বা আপনার সহকর্মী হতে পারতো। তার জীবনের আলোকে অত্যন্ত পাশ্চাত্যিকভাবে নিভয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনা যেন আর কখনো না ঘটে।

=====